بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২শে মে, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হে যারা ঈমান এনেছ! খুব বেশি সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন সন্দেহ পাপে পর্যবসিত হয়। (সূরা আল্ হুজুরাত:১৩)

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **'মানুষ যখন কু-ধারণা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করা আরম্ভ করে তখনই অশান্তির সূচনা হয়। যদি ভালো ধারণা পোষণ করে তাহলে কিছু দেয়ার তৌফিক লাভ হয়। প্রথম পদক্ষেপেই মানুষ যদি ভুল করে বসে তাহলে গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়'**। তিনি (আ.) বলেন, **'কু-ধারণা করা অনেক বড় পাপ যা মানুষকে অনেক পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে আর এটি বৃদ্ধি পেতে পেতে বিষয় এতদূর গড়ায় যে, মানুষ খোদা সম্পর্কেও কু-ধারণা পোষণ করতে করা আরম্ভ করে।'**

অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'কারো ভেতরকার অবস্থার ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কারো হৃদয়ে কী আছে তা অবগত হওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয় আর তা করতে যাওয়া পাপ। মানুষ কোন ব্যক্তিকে পাপী মনে করে যার ফলে সে তার চেয়েও অধঃপাতে যায়। তড়িঘড়ি কু-ধারণা পোষণ করা ভালো নয়। বান্দাদের হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করা** অর্থাৎ এ কথা মনে করা যে, মানুষের হৃদয়ে কী আছে আমরা জানি, **এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেন?** তিনি (আ.) বলেন, **'এর কারণ হলো, এটি অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছে, কারণ তারা নবী এবং তাঁদের মান্যকারীদের সম্পর্কে কু-ধারণা করেছে।** যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, **এরফলে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কেও কু-ধারণা করা আরম্ভ হয়ে যায়'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ঘটনা বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এমন কু-ধারণা পোষণকারীদের উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, মানুষ নবীগণ এবং আহলে বায়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজ যুগে সবচেয়ে বেশি এর সম্মুখীন হয়েছেন। এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন। তিনিই আমাকে সব সময় সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছেন। এক অন্ধ ও জন্মান্ধ ছাড়া আর কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা সব সময় আকাশ থেকে আমার সাহায্যের জন্য স্বীয় ফিরিশ্তা নাযিল করেছেন। আপত্তিকারীদেরকে তিনি বলেছেন, তোমরা এখনও আপত্তি করে দেখতে পার, এসব আপত্তির ফলাফল কী প্রকাশ পায় তা তোমরা নিজেরাই অবগত হবে।

এমন আপত্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও করা হয়েছে। একবার চাঁদা দেয়া সম্পর্কে যখন এমন আপত্তি করা হয়, তিনি (আ.) বলেন, ভবিষ্যতে জামাতের জন্য এক কানাকড়ি প্রেরণ করাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ বা হারাম। এরপর দেখ! এর ফলে খোদার জামাতের কী ক্ষতি হয়? তিনি বলেন, আমিও এদেরকে একইভাবে বলব, ভবিষ্যতে জামাতের সাহায্যের জন্য এক পয়সা দেয়াও তোমাদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ যারা আপত্তি করে যে, অযথা খরচ করা হয় আর খলীফায়ে ওয়াক্ত ভুলভাবে তা খরচ করেন তাদের সম্পর্কে বলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, যদিও রূঢ় কোন শব্দ ব্যবহার করার আমার অভ্যাস নেই কিন্তু আমি বলব, তোমাদের ভেতর যদি বিন্দুমাত্র সততা বা ভদ্রতা অবশিষ্ট থাকে তাহলে এরপর এক কানাকড়িও জামাতকে দিবে না। এরপর দেখ! জামাতের কাজ চলে নাকি বন্ধ হয়ে যায়? আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন আর অদৃশ্য হতে এমন লোকদের প্রতি ইলহাম করবেন যারা নিষ্ঠাবান হবে এবং জামাতের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের কারণ মনে করবে।

তিনি (রা.) আরো বলেন, তোমরা কি জাননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের এই মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে বলেন, অর্থাৎ তাঁর পাঁচ সন্তান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত হওয়ার যে নিয়ম রয়েছে আমার সন্তানদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা এর ব্যতিক্রম রেখেছেন। তারা হলেন হযরত উম্মুল মু'মিনীন এবং তাঁর পাঁচ সন্তান। আর তারা ওসীয়্যত ছাড়াই বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত হবে। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে আপত্তি করবে সে মুনাফিক। যদি আমরা মানুষের অর্থ আত্মসাতকারী হতাম তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বতন্ত্র নিদর্শন কেন রেখেছেন আর ওসীয়্যত ছাড়াই আমাদেরকে বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত হওয়ার অনুমতি কেন দিলেন? তাই যে আমাদের ওপর আপত্তি করে সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর আপত্তি করে সে খোদার ওপর আপত্তি করে। আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বাগানে যান আর বলেন, **"আমাকে এখানে রৌপ্য নির্মিত কবর দেখানো হয়েছে"** অর্থাৎ রূপার কবর দেখানো হয়েছে **আর ফিরিশ্‌তা বলে, এটি তোমার এবং তোমার পরিবার পরিজনের কবর"** আর এ কারণেই সেই বিশেষ ভূ-খন্ড তাঁর পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যদিও এই স্বপ্ন সেভাবে ছাপা হয়নি কিন্তু আমার মনে আছে তিনি (আ.) এভাবেই বলেছিলেন।

অতএব খোদা তা'লা আমাদের জন্য কবরও নির্ধারণ করেছেন আর মানুষকে অবহিত করেছেন যে, তোমরা বল, এরা নিজেদের জীবদ্দশায় মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে আর আমরা তো তাদের মৃত্যুর পরও মানুষকে তাদের দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা কল্যাণমন্ডিত করব। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাটিকেও রূপায় পরিবর্তন করছেন আর তোমরা আপত্তি করে নিজেদের রূপাকে মাটি করছ।

তিনি (রা.) বলেন, মুনাফিক সচরাচর গোপনে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাই আমি প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে এ কথাগুলোর ওপর আলোকপাত করলাম নতুবা আমি এতে চরম লজ্জাবোধ করি, আমি আল্লাহ্‌র জন্য চাঁদা দিয়ে বলে বেড়াব যে, আমি এত টাকা চাঁদা দিয়েছি। কিন্তু তাঁর যুগে যেহেতু একটি প্রশ্ন উঠানো হয়েছে আর তাঁকে সবচেয়ে বেশি বিরোধী এবং মুনাফিকদের সম্মুখীন হতে হয়েছে যদিও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন আজও উঠানো হয় কিন্তু সেই যুগে তা অনেক বেশি ছিল। তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু একটি প্রশ্ন উঠানো হয়েছে তাই আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, আমার পুরো বংশের চাঁদা যদি একত্রিত করা হয় তাহলে সেই অংক যা সম্পর্কে বলা হয় যে, আমি তা আত্মসাৎ করেছি এই চাঁদা অর্থাৎ আমাদের চাঁদা তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি হবে। আর কেবল আমার পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে যে চাঁদা ভান্ডারে এসেছে তাও এর চেয়ে বেশি। আমি মনে করি, কোন বুদ্ধিমান এ কথা মানবে না যে, আমরা পাঁচ গুণ বেশি খরচ করেছি এর এক পঞ্চমাংশ কোনভাবে আত্মসাৎ করার জন্য। তাই যারা এই আপত্তি করে, তাদের খোদার ভয় করা উচিত আর সে সময় আসার পূর্বে নিজেদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত যখন তাদের ঈমান হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে আর নাস্তিক এবং মুরতাদ হয়ে মারা যাবে।

যাহোক আমি যেমনটি বলেছি, এমন লোক সকল যুগেই থেকে থাকে কিন্তু তাঁকে (রা.) অনেক বেশি তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও তাঁর বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন মানুষ যারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের ভেতর নিজ ভাইদের ওপর কু-ধারণার অভ্যাস ছিল। এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো তারা হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলে বসে যে, তিনি জামাতের অর্থ ব্যক্তিগত খাতে খরচ করেন। হযরত সাহেব শেষ বয়সে অর্থাৎ জীবনের শেষ দিনগুলোতে একথা জেনে যান এবং তিনি (আ.) আমাকে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বলেন, এরা মনে করে অতিথিশালা বা লঙ্গরখানার জন্য যেই রূপী আসে তা আমি ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করি কিন্তু এরা জানে না, আমার জন্য যারা নযরানার রূপী আনে অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত খাতে খরচের জন্য, তিনি (আ.) বলেন, আমি তো তা থেকেও লঙ্গরখানার জন্য ব্যয় করি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তাঁর মানি অর্ডার নিয়ে আসতাম। আমি খুব ভালভাবে জানি, লঙ্গরখানার জন্য রূপী খুবই স্বল্প আসত। এত অল্প আসত যে, ব্যয় নির্বাহ করাও সম্ভব হতো না। হযরত সাহেব আমাকে বলেন, আমি যদি অতিথিশালার ব্যবস্থাপনা এদের হাতে তুলে দেই অর্থাৎ আপত্তিকারীদের হাতে বা আঞ্জুমানের যারা নিজেদের হর্তাকর্তা মনে করে তাদের হাতে তুলে দেই তাহলে তারা কখনও এই ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না আর এমনটিই হয়েছে আর আজ পর্যন্ত সেই কু-ধারণা পোষণের পরিণাম দেখতে হচ্ছে অর্থাৎ লঙ্গরের তহবিল সবসময় ঋণগ্রস্তই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ যারা মনে করত যে, আমরা ভাল ব্যবস্থাপনা চালাতে পারি তারা ভুগতে থাকে আর আঞ্জুমানের কাছে ঋণগ্রস্তই থাকে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াও যেহেতু জামাতের সাথে ছিল তাই এখন

জামাতের যে স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে তাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিরই ফসল, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়। আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা সারা পৃথিবীতে কাজ করছে।

আরো একটি ঘটনা যা আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ নবীদের জীবন এবং তাদের তিরোধানের পরের অবস্থা, নবীদের জীবদ্দশায় জামাতের অবস্থা এবং তাদের পর জামাতের যে অবস্থা হয় তার সাথে সম্পর্কিত তা আমি বর্ণনা করছি। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবীদের পৃথিবীতে পাঠান সেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের সংশোধনের জন্য যা পৃথিবীতে বিরাজমান থাকে। মানুষের অধঃপতন ঘটলে এর সংশোধনের জন্য নবীরা আসেন। আর তারা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উন্নত মার্গে নিয়ে যান। যদিও নবীদের মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, মান্যকারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি বৈষয়িক উন্নতিও হয় কিন্তু বৈষয়িক এবং জাগতিক উন্নতির মান নবীর তিরোধানের পর অনেক বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অন্যান্য নবীর জীবনেও আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেও এটিই দেখা যায় কিন্তু তাসত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে নবীর যুগের যে মর্যাদা থাকে তা পরবর্তী যুগ ধরে রাখতে পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি নবীর যুগে অনেক বেশি হয় আর পরের যুগে অনেক কম। পরে জাগতিক উন্নতি হয় আর সেই উন্নতিও খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারেই হয়ে থাকে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মান কমে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাত আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীর মৃত্যু প্রভাত উদীত হওয়ার স্বাক্ষ্য বহন করে। নবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর সূর্যোদয় অর্থাৎ বাহ্যিক সফলতার দৃশ্য দেখা যায়। মহানবী (সা.)-এর যুগেও এমনই হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও এমনটি ঘটেছে। একইভাবে আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে।

তিনি (আ.)-এর যুগে শেষ যে জলসা হয়েছে তাতে সাতশত মানুষ সমবেত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন যা বলেছেন তা শোনার মত একটি কথা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে তিনি (আ.) ভ্রমনের জন্য বাইরে আসেন। রিতিছালা নামক স্থানে যেখানে বট গাছ ছিল সেখানে বিশাল জনসমাগম ও ভীড় দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **মনে হয় আমাদের কাজ এখন সমাপ্ত, কেননা বিজয় এবং সাফল্যের লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে।** এরপর বারংবার তিনি আহমদীয়াতের উন্নতির কথা বলেন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতকে কত উন্নতি দিয়েছেন! এখন তো আমাদের জলসায় অংশগ্রহণের জন্য সাতশত মানুষ এসে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, **এত মানুষ এসেছে যে, মনে হয় যেন আমার কাজের সমাপ্তি ঘটেছে। এটি এত বড় সফলতা যে, আমি মনে করি আল্লাহ্ তা'লা যে কাজের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন তা পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন আহমদীয়াতকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা বলেছেন। এটি ছিল তাঁর খোদার ওপর

তাওয়াক্কুল বা দৃঢ় বিশ্বাস। সাতশত মানুষ জলসায় আসার কারণে তিনি (আ.) বলেন, সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, এখন কেউ জামাতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। আর এখন তো আহমদীয়াত সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে যখন অতিথিশালার ব্যয়ভার বেড়ে যায়, কাদিয়ানে ব্যাপক সংখ্যায় মেহমান আসতে থাকে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষভাবে এই দুঃশ্চিন্তা হয় যে, ব্যয়ভার কীভাবে নির্বাহ হবে? কিন্তু এখন অবস্থা দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক এক জন আহমদী পুরো লঙ্গরখানার ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগের কথা। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আরও অধিক প্রাচুর্য লাভ হয়েছে।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভূমিকম্প সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন তখন কাদিয়ানে বহু মানুষ চলে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বন্ধুদেরকে নিয়ে বাগানে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁবুতে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই দিনগুলোতে কাদিয়ানে যেহেতু অতিথির আগমন অনেক বেড়ে যায় তাই একদিন তিনি আমাদের মাকে বলেন, এখন তো অর্থ আসার আর কোন পথ দেখিনা, ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। আমার মনে হয় কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে হয় কেননা, খরচের জন্য হাতে কোন রূপী নেই। কিছুক্ষণ পর বা সল্প সময় পর তিনি যোহরের নামাযের জন্য যান। ফিরে আসার পর তিনি মুচকি হাসছিলেন। ফিরে আসার পর প্রথমে তিনি কামরায় বা কক্ষে যান কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসেন আর আমার মাকে বলেন, মানুষ খোদার অবিরত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও অনেক সময় কু-ধারণা পোষণ করে। আমি ভেবেছিলাম, লঙ্গরখানার জন্য কোন রূপী নেই তাই ঋণ করতে হবে কিন্তু যখন নামাযে গেলাম তখন ময়লা বা নোংরা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং একটি পুটলি আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমি তার অবস্থা দেখে অনুমান করলাম, হয়তো এতে কিছু পয়সা থাকবে, ভারী ছিল। ভাংতি পয়সার কারণে বা কয়েনের কারণে হয়তো সেটি ভারী দেখাচ্ছিল, কয়েক পয়সাই হয়তো হবে। কিন্তু ঘরে এসে খুলে দেখলাম তা থেকে কয়েক শত রূপী বেরিয়ে এসেছে। কাজেই দেখুন! সেই রূপী আজকের চাঁদার মোকাবিলায় কি-ইবা মূল্য রাখে। আজকে যদি কাউকে বলা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি দিন তোমাকে দেয়া হবে শর্ত হলো, লঙ্গরখানার একদিনের ব্যয়ভার তোমাকে বহন করতে হবে তাহলে সে বলবে, একদিনের নয় বরং সারা বছরের খরচ নিয়ে নাও কিন্তু আল্লাহ্‌র খাতিরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি দিন আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু আজকে সেই সুযোগ কোথায় যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের কুরবানীকারীরা দেখেছেন। নিঃসন্দেহে কুরবানী বেড়েছে কিন্তু সেই যুগের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার কুরআন শরীফে আমি একটি ছোট নোট লিখেছি যা হৃদয়ের সেই চিত্র ভালভাবে তুলে ধরে যা নবীর যুগ যারা দেখেছে তাদের মাঝে বিরাজমান থাকে। সালামুন শব্দের নিচে আমি নোট লিখেছি অর্থাৎ সেই রাতে শান্তি এবং শান্তিই বিরাজ করে। সূরা ক্বদরের তফসীরে তিনি একথা লিখেছেন। তিনি (রা.) বলেন, নোট লেখা

ছিল,'হায়! মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ' তখন স্বল্প ছিলাম কিন্তু শান্তি ছিল, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অনেক উন্নতি দিয়েছেন কিন্তু এই উন্নতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সামনে কীভাবে দাঁড়াতে পারে বা মোকাবিলা করতে পারে?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ আমাদের কথা বেশি শোনে। অনেক মানুষ আমাদের নাগালের ভেতরে রয়েছে। বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং সরকারকেও আমরা কথা শুনিয়ে থাকি বা পৌঁছাতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক দিক দিয়েও জামাত এখন অনেক বেশি মজবুত এবং দৃঢ়। আজ এক এক ব্যক্তি এত চাঁদা দেয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক বছর বা দু' বছরেও এত চাঁদা সংগৃহীত হতো না। কিন্তু তাসত্ত্বেও কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, এই যুগ সেই যুগের চেয়ে উত্তম বা শ্রেয়। সে যুগ যদিও দেখা সম্ভব নয় কিন্তু তাসত্ত্বেও আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি যদি আমাদের মাঝে এই আবেগ এবং এই প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতার জন্য আমরা সেভাবেই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করব যা তিনি আমাদের মাঝে ফুৎকার করতে চেয়েছেন আর সেই আধ্যাত্মিকতায় আমরা উন্নতি করব যা তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর আরো কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনির বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে এবং তাঁর যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমি এখন সেগুলোও উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের তাঁর প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল এর চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি। তাঁকে যারা পেয়েছেন তাদের তাঁর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ছিল তা পরের প্রজন্ম বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যাদের বয়স কম ছিল কিন্তু ততটা চেতনাবোধ ছিল না তারা ধারণাও করতে পারে না। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন হৃদয় দিয়েছেন যে, আমি আ-শৈশব এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ছিলাম। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাদের ভালবাসা অনুমান করেছি যারা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। আমি বছরের পর বছর দেখেছি, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের জীবন নিরানন্দ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীতে কোন সৌন্দর্য তাদের জন্য আর অবশিষ্ট ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যে কত বড় মনের মানুষ ছিলেন! যারা অবহিত তাদের জানা আছে, তিনি কত দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং দৃঢ় সংকল্পের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের দুঃখ প্রকাশ পেতে দিতেন না কিন্তু তিনিও অনেকবার যখন একা থাকতেন আর পাশে কেউ থাকত না আমাকে বলেন, মিঞাঁ! হযরত সাহেবের ইন্তেকালের পর থেকে আমি আমার দেহে শূন্যতা অনুভব করি। এই পৃথিবী আমার কাছে শূন্য মনে হয়। মানুষের মাঝে যদিও আমি চলাফেরা করি, কাজও করি কিন্তু তারপরও এমন মনে হয়, এ পৃথিবীতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তিনি ছাড়া আরো অনেককেই আমি এমন দেখেছি যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে

ছিলেন। তাদের ভালবাসা এবং প্রেম এমন পর্যায়ের ছিল যে, কোন কিছুতেই তারা আনন্দ পেতেন না। তারা চাইতেন যে, হায়! আমাদের প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করতে পারতাম।

এমন দেশ যেখানে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি, দারিদ্র্যও অনেক, একস্থানে জামাতী কর্মীদের নসীহত করতে গিয়ে, বিশেষ করে এমন লোকদের, আঞ্জুমানের দিকে না তাকিয়ে থেকে আল্লাহ্‌র কাছে হাত পাতুন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছোট্ট কথার দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও অনেক শীত অনুভব করতেন। এজন্য তিনি কস্তুরি খেতেন। দেশী হাকীমদের ব্যবস্থাপত্র হলো, কস্তুরি খেলে শীত দূর হয়। তিনি তা শিশিতে ভরে পকেটে রেখে দিতেন আর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। আর বলতেন, একটি ছোট শিশি পকেটে রাখা যায় আর তাতে প্রায় দু'বছর চলে যায় কিন্তু যখনই ধারণা জাগে যে, কস্তুরি অল্প রয়ে গেছে আর শিশিটি দেখি তখন তা ফুরিয়ে যায়। যতদিন না দেখে খেতে থাকেন তাতে বরকত হয়। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু দেখার কিছুক্ষণ পরই তা ফুরিয়ে যায়। অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদের জন্য গায়েব বা অদৃশ্য হতে জীবিকা সরবরাহ করেন। আর তাঁর জীবিকা সরবরাহের ধরন বড় অদ্ভূত। তাই সেই সত্তার কাছে হাত পাতো যার ভাণ্ডার কখনও ফুরায় না। আঞ্জুমানের কাছে কেন হাত পাতো যেখানে এত টাকাই নেই যে, তোমাদের চাহিদা পূরণ করবে। তাই খোদাপূজারী হয়ে যাও খোদার ইবাদত করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য বা গায়েব থেকে জীবিকা সরবরাহ করবেন। তাঁর কাছে চাও। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কাছে তোমাদের অতিরিক্ত ভাতা দেয়ার মত অর্থ নেই। এর কাছে যে অর্থ আসে তা জামাতের চাঁদা থেকে আসে আর তা খুব একটা বেশি নয়। আর এসব দেশে আমি যেমনটি বলেছি, দ্রব্যমূল্য বেশি। অনেক সময় মানুষের অবস্থা এমন হয়ে থাকে যে, তারা বলে, আমাদের চলছে না। অনেকেই চিঠিতেও লিখে থাকে। আমি জানি এবং যেমনটি আমি বলেছি, পাক-ভারতে দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি। কর্মীদের যে বেতন-ভাতা দেয়া হয় তা দ্বারা খুব কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ হয়। সর্বোচ্চ যতটা সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব তা দেয়া হয়। এমন লোকদের তাদের প্রতিও তাকানো উচিত যারা চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অসুস্থ সন্তান-সন্ততি এবং নিজের চিকিৎসারও তাদের সামর্থ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তাঁর ওপর নির্ভর করা ও তাওয়াক্কুল-এর অনেক বেশি প্রয়োজন। আর নিজের অভাব মোচনের জন্য এদিক সেদিক হাত না পেতে তাঁর সামনেই বিনত হওয়া উচিত বা ঝুঁকা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শত শত ভবিষ্যদ্বাণী পরে পূর্ণতা লাভ করেছে আর তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'সে প্রতাপ, মাহাত্ম্য এবং সম্পদের অধিকারী হবে'। এখন আপনারা দেখুন! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কতটা সম্পত্তি

ছিল। তিনি বিরোধীদের পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ দিতে গিয়ে লিখেছেন, আমার সম্পত্তি যা দশ হাজার রূপী মূল্যমানের তা পেশ করছি। অর্থাৎ তখন তাঁর সম্পত্তি ছিল শুধু দশ হাজার রূপী মূল্যমানের। কিন্তু এখন তা লক্ষ লক্ষ রূপীতে পৌঁছেছে। এ সম্পদ কোত্থেকে এসেছে? এ সবই খোদা তা'লার কৃপা, নতুবা আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর যখন নানাজান হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব আমাদের জমির কাগজপত্র ফেরত দিয়েছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে সেগুলো তার কাছেই ছিল, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে দলিলপত্র ফেরত দেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিজেকে আমার এত অসহায় মনে হয় যে, আমি হতভম্ব ছিলাম, এখন কী করব? ঘটনাক্রমে শেখ নূর আহমদ সাহেব আমার কাছে আসেন এবং বলেন, আমি জানতে পেরেছি, আপনার একজন কর্মচারি প্রয়োজন, জমি দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য একজন ম্যানেজারের প্রয়োজন, আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। আমি বললাম, আমি আপনাকে বেতন কোত্থেকে দিব? আমার কাছে তো বেতন দেয়ার মতও কোন টাকা-পয়সা নেই। আর সম্পত্তি থেকে এতটা আয়ের আশাও নেই। তিনি বলেন, আপনি সর্বনিম্ন যত বা যা দিতে পারেন তাই দিন এরপর নিজ থেকেই বলেন, আপনি আমাকে মাসিক দশ রূপী বেতন দিবেন। অতএব আমি তাকে কর্মচারি নিযুক্ত করলাম আর ভাবলাম, এতটা আয় তো আসবেই। কিন্তু পরে খোদা এত কৃপাবারী বর্ষণ করেন যে, শহরের উন্নতির পাশাপাশি এই সম্পত্তির মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদ ছাপার প্রশ্ন উঠে, অনেকেই আপত্তি করে, তিনি অর্থ খরচ করেছেন বা অর্থ কোত্থেকে আসলো? এর উত্তরও এতেই আছে- তিনি বলেন, কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদ ছাপার যখন প্রশ্ন আসে আমি ভাবলাম এই অনুবাদ ছাপার পুরো ব্যয়ভার আমাদের পরিবার বহন করবে অর্থাৎ তিনি এবং তাঁর ভাই-বোন। আমি তখন শেখ নূর আহমদ সাহেবকে ডেকে পাঠালাম এবং বললাম, এখন আমার দু'হাজার রূপীর প্রয়োজন। এই পরিমান অঙ্ক পাওয়া যাবে কি-না? তিনি বলেন, আপনি জমির কিছু অংশ আবাসিক বসত বাড়ির জন্য বিক্রির অনুমতি দিন, যত টাকা চান এসে যাবে। আমি কিছুটা জমি বিক্রয়ের অনুমতি দেই। এখানে পঞ্চাশ কেনালের মত জমি ছিল এবং সেই স্থানে অবস্থিত যেখানে পরে দারুল ফযল আবাসিক এলাকা গড়ে উঠে। কিছুক্ষণ পর শেখ সাহেব আসেন। তার হাতে রূপীর থলি ছিল। তিনি বলেন, এখানে দু'হাজার রূপী রয়েছে। যদি দশ হাজারেরও প্রয়োজন হয় তবে তাও সরবরাহ করা যেতে পারে। আমি বললাম, আমার এখন কুরআন ছাপার জন্য এ পরিমান অর্থেরই প্রয়োজন, এর বেশি নয়। আর কাদিয়ানের দারুল ফযল মহল্লা সম্পর্কে বলেছেন, এই পাড়ার ভীত এভাবে রচিত হয় আর সেই রূপী কুরআন প্রকাশের খাতে ব্যয় করা হয়।

কাদিয়ানের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসা যে কত গভীর ছিল আর কাদিয়ানকে তিনি কীভাবে দেখতেন তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, যে সমস্ত জায়গার সাথে খোদার সম্পর্ক থাকে সেগুলোকে স্থায়ীভাবে বরকতমন্ডিত করা হয়। কাদিয়ানও এমনই একটি স্থান যেখানে খোদার এক মনোনীত ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছেন আর এখানেই তিনি

সারা জীবন কাটিয়েছেন। এই জায়গার প্রতি তিনি গভীর ভালবাসা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন তাঁর অন্তিম সফরে লাহোর গমন করেন আর সেখানেই অসুস্থতার কারণে তাঁর ইন্তেকাল হয়। একদিন একটি গৃহে ডেকে নিয়ে তিনি আমাকে বলেন, মাহমুদ দেখ! এই রোদ কত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার কাছে তা তেমনই মনে হয় যেভাবে নিত্যদিন চোখে পড়ে। আমি বললাম, এটি তো নিত্য দিনের রোদের মতই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, না এখানকার রোদ কিছুটা ফ্যাকাশে এবং অনুজ্জ্বল। কাদিয়ানের রোদ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। যেহেতু কাদিয়ানেই তাঁর সমাহিত হওয়ার কথা ছিল তাই তিনি এমন একটি কথা বলেছেন যার মাধ্যমে কাদিয়ানের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

আর একটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করছেন যা ঘোড়ায় চড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাইকেল চালানো এবং ঘোড়ায় চড়ার তুলনা সংক্রান্ত। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আমাকে একটা মাদা ঘোড়া ক্রয় করে দেন। আসলে ক্রয় করেন নি বরং উপহার স্বরূপ তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, অন্য ছেলেদেরকে সাইকেল চালাতে দেখে আমার হৃদয়ে সাইকেল চালানোর আগ্রহ জাগে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে আমি এই আগ্রহের কথা উল্লেখ করলে তিনি (আ.) বলেন, বাহন হিসেবে সাইকেল আমার পছন্দ নয়। আমি ঘোড়াকেই পুরুষের উপযুক্ত বাহন মনে করি। আমি বললাম, তাহলে আমাকে ঘোড়াই ক্রয় করে দিন। তিনি বলেন, ঘোড়াও আমার সেটি পছন্দ যা হবে মজবুত এবং শক্তিশালী। হয়তো তাঁর এ কথার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দক্ষ সওয়ারী হিসেবে দেখা। তিনি (আ.) কপুরথলার আব্দুল মজীদ খান সাহেবকে লিখেন, উন্নত জাতের একটি ঘোড়া ক্রয় করে পাঠিয়ে দিন। খান সাহেবকে লিখার উদ্দেশ্য হলো এই যে, তার পিতা রাজ্যের আস্তাবলের ইনচার্জ ছিলেন আর তাদের পরিবারের সদস্যরা ঘোড়া সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন। তিনি মাদা ঘোড়া ক্রয় করে পাঠিয়ে দেন কিন্তু কোন মূল্য নেননি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যুর প্রভাব আমাদের খরচের ওপর পড়ার ছিল তাই আমি সেই ঘোড়া বিক্রি করার মনস্থ করলাম। প্রথম অংশে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি (আ.) কোন বাহন পছন্দ করতেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে নিজের অবস্থাও বর্ণনা করেন যা আমি এখন আপনাদের সামনে পুরোটা তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, আমি সেই ঘোড়া বিক্রির মনস্থ করি যেন এর খরচের চাপ আমাদের মায়ের ওপর না পড়ে। আয়ের উৎস যেহেতু সীমিত ছিল তাই হযরত উম্মুল মু'মিনীনের ওপর চাপ পড়ত। তিনি (রা.) বলেন, আমার এক বন্ধু আমার এই ইচ্ছার কথা অবগত হন, তিনি এখনও জীবিত, তিনি সংবাদ পাঠান যে, এই ঘোড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপহার তাই এটি বিক্রি করবেন না। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। যেই জায়গায় এই কথা আমাকে বলা হয়েছিল সেই জায়গার কথা এখনও আমার মনে আছে। আমি তখন খালের কিনারায় তাশহিযুল আযহানের অফিসের

দক্ষিণ পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যখন আমাকে বলা হলো, এই ঘোড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপহার তাই এটি বিক্রি করা সমীচীন হবে না তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মুখ থেকে যে বাক্য নিঃসৃত হয় তাহলো, নিঃসন্দেহে এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপহার কিন্তু এর চেয়ে বড় উপহার হলেন, হযরত উম্মুল মু'মিনীন। আমি ঘোড়ার খাতিরে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে কষ্ট দিতে চাই না। অতএব আমি ঘোড়া বিক্রি করে দিই। আমি যেমনটি বলেছি, এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃঢ়চিত্ততার যে মনোবৃত্তি ছিল তাও জানা যায় কেননা তিনি বাহন হিসেবে ঘোড়াকে অন্য বাহনের উপর প্রাধান্য দেন আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হযরত উম্মুল মু'মিনীনের জন্য যে আন্তরিকতা এবং যে আবেগ-অনুভূতি ছিল তাও উপলব্ধি করা যায়।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকাল এবং তার নিজের অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন মনে করা হয় যে, তিনি আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু এমন কথা আমি পূর্বেই অবগত হই যা থেকে বুঝা যায় যে, অনেক বড় কোন বিপ্লব আসতে যাচ্ছে। যেমন আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি বেহেশতী মকবেরা থেকে একটি নৌকায় বসে আসছি। পথে পানির গতি এত প্রবল ছিল যে, ভয়াবহ ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয় এবং নৌকা হুমকিগ্রস্ত হয়। এর ফলে নৌকার সব আরোহী ভয় পেয়ে যায় এবং তাদের অবস্থা যখন নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন পানি থেকে একটি হাত বের হয় যাতে একটি চিরকুটে লেখা ছিল, এখানে এক পীরের সমাধি রয়েছে। তার কাছে আকুতি মিনতি করলে নৌকা নিরাপদে পার হয়ে যাবে। আমি বললাম, এটি তো শির্ক। আমাদের প্রাণ গেলেও আমরা এমনটি করব না। ততক্ষণে আশংকা আরও বেড়ে যায় আর সাথীদের কেউ কেউ বলে, এমনটি করলে অসুবিধা কী? তারা আমার অজান্তে সেই পীর সাহেবকে একটি চিঠি লিখে পানিতে ফেলে দেয়। তিনি (রা.) স্বপ্নে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন জানতে পারি তখন পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সেই পত্র আমি তুলে নিয়ে আসি। আর এটি করতেই সেই নৌকা সামনে এগিয়ে যেতে থাকে আর সকল আশংকা উবে যায়।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যখন ইন্তেকাল হয় আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কে সুগভীর দৃঢ়তা দান করেন। আমার মন তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে নিবদ্ধ হয় যে, এখন আমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। আমি তখনই অঙ্গীকার করি যে, **"হে আমার খোদা! আমি তোমার মসীহ্ মওউদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করছি, এই কাজের জন্য পৃথিবীতে যদি এক ব্যক্তিও না থাকে তারপরও আমি এই কাজ অব্যাহত রাখব।"** তখন আমার মাঝে এমন এক শক্তি ভর করে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। এর কিছুটা বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে আর জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, কষ্ট এবং সমস্যার মুখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর আমি মানুষের মুখে এমন কথা শুনি যে, তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছে। এমন কথা

যারা বলতো তারা এটি বলতো না যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি মিথ্যাবাদী কিন্তু তারা বলতো, তাঁর মৃত্যু এমন এক সময়ে হয়েছে যখন তিনি খোদার বাণী সঠিকভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হননি আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও পূর্ণ হয়নি। আমার বয়স তখন, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯ বছর ছিল। এমন বাক্যাবলি শোনার পর আমি তাঁর লাশের শিয়রের কাছে দণ্ডায়মান হই এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে এই দোয়া করি, "হে আল্লাহ্! ইনি তোমার প্রিয় ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তোমার ধর্মের দৃঢ়তার জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এখন তুমি তাঁকে নিজের কাছে ফেরত ডাকতেই মানুষ বলছে, তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছে। এমন কথা যারা বলে বা তাদের বাকি সাথীদের জন্য এমন কথা স্খলনের কারণ হতে পারে আর জামাতের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে; তাই হে খোদা! আমি তোমার কাছে এই অঙ্গীকার করছি, যদি পুরো জামাতও তোমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় তবুও আমি এর জন্য প্রয়োজনে আমার প্রাণ বিসর্জন দিব। তখনই আমি নিশ্চিত হই, এ কাজ আমাকেই করতে হবে। আর এই বিষয়টি এমন ছিল যা উনিশ বছর বয়সে আমার হৃদয়ে এমন এক অগ্নি সঞ্চার করে যার কল্যাণে আমি আমার সারা জীবন ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করেছি। বাকি সব লক্ষ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে এটিকেই সামনে রেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কাজের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন সেই কাজ এখন আমাকেই করতে হবে। সেই সংকল্প যা আমার হৃদয়ে তখন সৃষ্টি হয়েছিল তা নিত্য নতুন স্বাদে আজও আমি নিজের মাঝে অনুভব করি। আর তাঁর লাশের শিয়রে দাঁড়িয়ে যে অঙ্গীকার তখন আমি করেছিলাম তা পথের সাথী হিসেবে আজও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আমার সেই অঙ্গীকারই আজ পর্যন্ত আমাকে এক দৃঢ়তার সাথে আমার এই উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। বিরোধিতার শত শত তুফান আমার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছে কিন্তু সেই পাথরে লেগে নিজেই নিজের মাথা ভেঙ্গেছে যেই পাথরে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। আর বিরোধীদের সকল অপচেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র, সকল দুস্কৃতি যার আশ্রয় তারা নিয়েছে তা স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধেই বর্তেছে। আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা দেখিয়েছেন। এমনকি সেসব মানুষ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের সময় একথা বলত যে, তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছে, তাঁর মিশনের সফলতা দেখে আজ তারা হতভম্ব হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার করে আর নিশ্চিত হয় যে, একাজ আমাকেই করতে হবে তার পথে সহস্র সমস্যা মাথা চাড়া দিলেও, সহস্র বাঁধা-বিপত্তি দেখা দিলেও, সহস্র প্রতিবন্ধকতা তার পথে বাধ সাধলেও সে এসব কিছু অতিক্রম করে সেই ময়দানে পৌঁছে যায় যেখানে সফলতা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকে।"

এখন জামাতের সদস্যদের জন্য তিনি নসীহত করছেন যা শোনার মতো কথা। তিনি (রা.) বলেন,

"অতএব আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, এখন ধর্মের কাজ আমাকেই করতে হবে। এই অঙ্গীকারের পর তাদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি হবে। প্রতিটি

কঠিন বিষয় সহজসাধ্য হয়ে যাবে। প্রতিটি কাঠিন্য সহজ সাধ্যতায় রূপ নিবে। সকল সংকীর্ণতা স্বাচ্ছন্দে রূপ নিবে। নিঃসন্দেহে কিছু কষ্ট, সমস্যা এবং দুঃখ-বেদনায়ও তাদের জর্জরিত হতে হবে কিন্তু তারা তাতে প্রশান্তি বোধ করবে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্য কেবল তুমিই আমার সম্বোধিত। তোমার সাহাবীগণ এই কাজে অংশ নিক বা না নিক তোমাকে দিয়ে আমি অবশ্যই এই কাজ করাবো। এ কারণেই দিবারাত্র তিনি এই কাজে রত থাকতেন। তাঁর চলাফেরা, উঠাবসা, কথা এবং কর্ম এই কাজের জন্য নিবেদিত ছিল যে, খোদার ধর্মকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর তিনি জানতেন, আসলে এটি আমারই কাজ, অন্য কারও নয়। এটিই সুন্নত বা রীতি যা আমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে।"

এরপর খোদার কৃপা, জামাতের উন্নতি এবং আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার এটি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি স্বীয় অপার অনুগ্রহে আমাকে সেই অঙ্গীকার পালনের সুযোগ দিয়েছেন যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমি তিনি (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আমার সারা জীবন উৎসর্গ করে রেখেছি যার ফলাফল আজ সবাই দেখছে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সহস্র সহস্র মানুষ যারা এর পূর্বে শিরকে লিপ্ত ছিল বা খ্রিষ্ট ধর্মের শিকারে পরিণত হয়েছিল আজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এসব ফলাফল সত্ত্বেও এই সত্য কখনও ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীর জনবসতি এখন আড়াই'শ কোটির মত। তাদের সবাইকে এক আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা আহমদীয়া জামাতেরই দায়িত্ব। তাই অনেক বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে। আর এটি অনেক বড় একটি বোঝা যা আমাদের দুর্বল স্কন্ধে ন্যস্ত করা হয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে খোদা তা'লার নিদর্শমূলক সাহায্য এবং সমর্থন ছাড়া সফলতার কোন রাস্তা নেই বা পথ নেই। আমরা তাঁর দুর্বল এবং তুচ্ছ বান্দা। আমাদের কোন কাজ তাঁর ফযল এবং কৃপা ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই তাঁর কৃপারাজী আকর্ষণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শবদেহের শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন যা আমাদের সবারই অঙ্গীকার হওয়া উচিত কেননা এর মাধ্যমেই উন্নতি হবে, আর এভাবেই আমরা জামাতের সক্রিয় অংশে পরিণত হতে পারি। আসলে এই অঙ্গীকার খোদার সাথে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, "আমরা যেখানে কোন মানুষের সাথে এমন অঙ্গীকার করতে পারি যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি করেছিলেন, সেখানে খোদার সাথে কেন এমন অঙ্গীকার করতে পারব না যে, হে আল্লাহ্! সারা পৃথিবীও যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে আমরা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না। অতএব এই অঙ্গীকারই আজ আমাদের সবার করতে হবে। আজকে পৃথিবীতে যখন নাস্তিকতার তুফান অতি প্রবল, সেখানে আমাদের এই অঙ্গীকার নবায়নের প্রয়োজন আর পুরো আন্তরিকতার সাথে

এই অঙ্গীকার পালনের প্রয়োজন। আর নিজেদের কর্মকে খোদার শিক্ষা সম্মত করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা শির্ক থেকেও দূরে থাকব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনের সফলতার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব আর আমরা এ যুগে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে উড্ডীন রাখার যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছি তাও রক্ষা করব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।